পরিণামবাদ ঃ একটি সমীক্ষা

ভূপেন্দ্র চন্দ্র দাস
নিতাই চন্দ্র দাস

সারাংশ : পরিণামবাদীরা বলেন, জগৎ হল মূল উপাদানের তাত্ত্বিক অবস্থান্তর। এই পরিণামবাদীদের মধ্যে আবার দুটি সম্প্রদায় রয়েছে। একটি সম্প্রদায় হ'ল প্রকৃতি-পরিণামবাদ এবং অপর সম্প্রদায় হ'ল ব্রহ্ম-পরিণামবাদ। প্রকৃতি পরিণাম বাদের সমর্থক হ'ল ঈশ্বরকৃষ্ণ ও তার অনুগামী সাংখ্যাচার্যগণ এবং যোগ দর্শন। আর ব্রহ্ম পরিণামবাদের সমর্থক হ'ল প্রাচীন সাংখ্য ও ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য এবং রামানুজীয় ও বৈষ্ণব বেদান্ত সম্প্রদায়। প্রকৃতি-পরিণামবাদ ঃ - পরিণামবাদে কার্য ও কারণের সত্তা এক শ্রেণীর। দ্বৈতবাদী সাংখ্যাচর্যগণের মতে, মূলতত্ত্ব দুটি -পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতির আর ও দুটি নাম স্বীকৃত হয়েছে —প্রধান এবং অব্যক্ত। পরিণামবাদের তাৎপর্য হ'ল সৎকার্য বাদ। সাংখ্যমতে, জগতের মূল কারণ প্রকৃতি। প্রকৃতির পরিণাম আছে। সাংখ্য দর্শন মতে, জগৎ মায়া নয়, বিবর্ত নয়, জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। সাংখ্য মতে, পুরুষের সন্নিধির জন্যই প্রকৃতির তিন গুণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় এবং গুণ বিক্ষোভ শুরু হয়। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সদা পরিণামশীলা। এই প্রকৃতির পরিণাম দু প্রকার - সদৃশ বা স্বরূপ পরিণাম ও বিসদৃশ বা বিরূপ পরিণাম। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব চর্তুবিংশতি তত্ত্বের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। যোগদর্শনের প্রেক্ষিতে পরিমাণের স্বরূপ ও তার বিভাগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যোগমতে পরিণাম তিনপ্রকার— ধর্ম পরিণাম, লক্ষণ পরিণাম ও অবস্থা পরিণাম। ব্রহ্ম-পরিণামবাদঃ- ব্রহ্ম পরিণামবাদে একত্ব ও নানাত্ব- উভয়ই স্বীকৃত হয়ে থাকে। ভেদাভেদবাদী ভাস্করের মতে, দৃশ এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা নয়। বিবর্তবাদ বিদ্বেষী ব্রহ্ম পরিণামবাদী বৈষ্ণব বেদান্তিদিগের মতে, ব্রহ্ম পরিণাম যে জগৎ তা মিথ্যা নয়, সত্য। রামানুজের মতে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত নয়, পরিণাম। ভাস্করাচার্য তাঁর 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্য' অবলম্বনে বলেছেন, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মের পরিণাম স্বভাবতা আছে। পরিণামবাদীগণের মতে, সকল বস্তু সত্য; মিথ্যা বলে কোন পদার্থ নেই। তবে প্রকৃতি-পরিণামবাদীদের মতে, প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ; কিন্তু ব্রহ্ম-পরিণামবাদীদের মতে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। প্রকৃতি পরিণামবাদে, প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্ম পরিণামবাদীরা প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে, ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপই তার পরিণাম। তবে প্রকৃতি পরিণামবাদী ও ব্রহ্ম পরিণামবাদী উভয়ই সৎকার্যবাদ সমর্থন করেন। অদ্বৈত বেদান্তীরা সাংখ্যের পরিণামবাদ খণ্ডন করেছেন। পরিণামবাদ খণ্ডন করলেও বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠার সোপানরূপে পরিণামবাদকে স্বীকার করেছেন।

বীজশব্দ: প্রকৃতি-পরিণামবাদ, ব্রহ্ম-পরিণামবাদ, কার্য-কারণ, পরিণাম বাদ, সৎকার্যবাদ, পুরুষ, প্রকৃতি, জগৎ সৃষ্টি, অভিব্যক্ত, প্রধান, অব্যক্ত, মহতত্ত্ব, অহং তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়, পরমাণু, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মায়া, ত্রিগুণাত্মক, সাম্যাবস্থা, বিকার, জীব, ব্রহ্ম, একত্ব, নানাত্ব, সত্য, মিথ্যা, অভেদ, পরিণামস্বাভাব্যহেতু, সর্বজ্ঞতাহেতু, সর্বশক্তিত্বহেতু, পরব্রহ্ম, শক্তিবিক্ষেপ, সম-সত্তাক, দৃশ্য, সৎ দ্রব্য, ভোগ্যশক্তি, ভোক্তশক্তি, অপ্রচ্যুত স্বভাব, অবিচিন্ত্য শক্তি।

জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে প্রধান চারটি মতবাদ প্রচলিত আছে। দর্শনের সবকটি সম্প্রদায় কার্য-কারণ ভাবের মাধ্যমে জগতের মূল তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। কার্যকারণ ভাবের বিশ্লেষণে মত পার্থক্যের জন্যই চারটি প্রধান মতবাদ গড়ে উঠেছে। মতবাদগুলি হল— ক) সঙঘাতবাদ খ) আরম্ভবাদ গ) পরিণামবাদ ঘ) বিবর্তবাদ

এই চারটি মতবাদের মধ্যে আরম্ভবাদ ও সঙঘাতবাদ উপনিষদবাদীদের কাছে অনাদৃত। অবশিষ্ট দুইটি মতবাদের মধ্যে কেউ পরিণামবাদকে, আবার কেউ বিবর্তবাদকে গ্রহণ করেছেন।

পরিণামবাদীরা বলেন, জগৎ হল মূল উপাদানের তাত্ত্বিক অবস্থান্তর। এই 'পরিণাম' শব্দের অর্থ হল তাত্ত্বিক অন্যথাভাব। এই পরিণামবাদীদের মধ্যে আবার দুটি সম্প্রদায় রয়েছে। একটি সম্প্রদায় হ'ল প্রকৃতি-পরিণামবাদ এবং অপর সম্প্রদায় হ'ল ব্রহ্ম-পরিণামবাদ। প্রকৃতি পরিণাম বাদের সমর্থক হলেন ঈশ্বর কৃষ্ণ ও তাঁর অনুগামী সাংখ্যাচার্যগণ এবং যোগদর্শন। আর ব্রহ্ম

পরিণামবাদের সমর্থক হলেন প্রাচীন সাংখ্য ও ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য এবং রামানুজীয় ও বৈষ্ণব বেদান্ত সম্প্রদায়। ঈশ্বরকৃষ্ণ পূর্ব সাংখ্যদর্শনকে পৌরিক সাংখ্যদর্শন বলা হয়। একে আমরা প্রাচীন সাংখ্য বলতে পারি। মহাভারতে দুজন কপিলের নাম পাওয়া যায়। একজন হলেন অগ্নির অবতার এবং অন্যজন হলেন নারায়ণের অবতার। ঈশ্বরকৃষ্ণ অগ্নির অবতার কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শনের সমর্থক। আর পঞ্চশিখ প্রভৃতি প্রাচীন সাংখ্যচার্যেরা নারায়ণের অবতার কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শনের সমর্থক। এর থেকে বলা যায় যে, সাংখ্য মত অতি প্রাচীন। পঞ্চশিখের মতও মহাভারতে দেখা যায়। তাই মহাভারতের সময় এই পঞ্চশিখ প্রভৃতি প্রাচীন সাংখ্যাচার্যের মতটি প্রাধান্য লাভ করে। প্রাচীন সাংখ্যচার্যেরা এক পুরুষবাদ মানতেন। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি নব্য সাংখ্যচার্যগণ বহু পুরুষবাদ সমর্থন করেন। তবে উভয় পরিণামবাদই সৎকার্যবাদের সমর্থক।

প্রকৃতি-পরিণামবাদ : পরিণামবাদে কার্য ও কারণের সত্তা এক শ্রেণীর। অর্থাৎ উভয়েই সত্য; উভয়েই সম-সত্তাক। পরিণামবাদ অনুসারে যখন কারণ হতে কার্যের উৎপত্তি ঘটে, তখন কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। মৃত্তিকা হতে যখন ঘটের উৎপত্তি হয়, তখন মৃত্তিকাই ঘটে পরিণত হয়। ঘট হ'ল মৃত্তিকার পরিণাম। এরূপ সৎ দ্রব্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তিকে পরিণাম বলা হয়। সাংখ্য মতে, প্রকৃতি থেকে জগতের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিতে অব্যক্ত অবস্থায় জগৎ বিদ্যমান থাকে। এবং তারপরে জগৎ ব্যক্ত হয়। এই প্রকৃতি থেকেই পর্যায়ক্রমে জগৎ সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রকৃতির পরিণাম হচ্ছে জগৎ।

দ্বৈতবাদী সাংখ্যাচর্যগণের মতে মূলতত্ব দুটি - পুরুষ ও প্রকৃতি। তন্মধ্যে পুরুষ কার্যও নয়, কারণও নয়, প্রকৃতিই জগৎ কারণ, কার্য প্রপঞ্চের উপাদান। অর্থাৎ 'উপাদান কারণং প্রকৃতি'। দৃশ্য এই জড় জগতের মূলতত্ত্বকে প্রকৃতি বলা হয়। তাই সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে **"সংজ্ঞা খল্বিয়ং প্রধানস্য মূল প্রকৃতিরিতি"**।[১] অর্থাৎ প্রকৃতিকে মূল প্রকৃতি বলা হয়েছে। প্রকৃতির আর ও দুটি নাম স্বীকৃত হয়েছে—প্রধান এবং অব্যক্ত। সাংখ্যমতে, কার্য হ'ল কারণের পরিণাম। কারণ কার্যরূপে পরিণত হয়। কারণ হল কার্যের অব্যক্ত অবস্থা। কার্য হ'ল কারণের ব্যক্ত অবস্থা। প্রকৃতির মধ্যে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। আবার সৃষ্টিকালে ব্যক্ত হয়। জগতের ব্যক্ত অবস্থা হ'ল আবির্ভাব। আর জগতের অব্যক্ত অবস্থা হ'ল তিরোভাব।

অব্যক্ত অবস্থায় উৎপত্তির পূর্বে কার্যকারণের মধ্যে থাকে। এই মতের নাম হ'ল সৎকার্যবাদ। পরিণামবাদের তাৎপর্য হ'ল সৎকার্য বাদ। এই মতানুসারে কারণও সৎ, কার্যও সৎ। তাই সাংখ্যাচার্যগণের সিদ্ধান্ত হ'ল —**"সতঃ সজ্জায়ত"**[২]— অর্থাৎ সদ্ বস্তু হতে সদ্ বস্তু উৎপন্ন হয়। এই মতানুসারে কারণ কার্যেরই অব্যক্ত অবস্থা। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে বা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে বলে কেউ তাকে দেখতে পায় না। তাছাড়া কারণে কার্য কখনও অসৎ নয়। কার্য কারণেরই পরিণাম। কার্য নতুন আরম্ভ বা নতুন সৃষ্টি নয়। দুধ হতে যখন দধি উৎপন্ন হয় তখন দুধই দধি রূপে পরিণত হয়। দধি নতুন সৃষ্টি নয়। দধি উৎপন্ন হবার পূর্বে দুধের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে; পরে তা দধিরূপে অভিব্যক্ত হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে যে, যা বিদ্যমান আছে, তার আবার উৎপত্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, অব্যক্ত রূপে অবস্থিত কার্যকে ব্যক্ত করার জন্য যত্নের প্রয়োজন। অনভিব্যক্ত কার্য ব্যবহারের অনুপোযোগী; তাই বলা যায়, তাঁর থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান। মৃৎপিণ্ডে ঘট থাকলেও তাঁর অভিব্যক্তি ছাড়া তার দ্বারা জলাহরণ প্রকৃতি ক্রিয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং অভিব্যক্তির জন্য তাতে কারণ সংযোগ আবশ্যক। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সদ্ভাব থাকলেও যখন তার অভিব্যক্তি প্রয়োজনীয়, তখন কার্য প্রবৃত্তির ব্যাখাতাদিরূপ আপত্তি উঠতে পারে না এবং যত্নের বৈকল্যাশঙ্কাও স্থান পায় না।

সাংখ্য মতে, জগতের মূল কারণ প্রকৃতি। প্রকৃতি বলতে প্রকৃষ্ট কারণ বা তত্ত্বান্তর প্রসব ধর্মী পদার্থ বুঝায়। এই মূল প্রকৃতির উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। প্রকৃতির পরিণাম আছে। সাংখ্যের ভাষায়, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ব, দ্বিতীয় পরিণাম - অহং তত্ত্ব, তৃতীয় পরিণাম - ইন্দ্রিয় ও পরমাণু, আর চতুর্থ পরিণাম হ'ল— জগৎ। পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম) কারণ পঞ্চতন্মাত্র(রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ)। পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের কারণ অহংকার। অহংকারের

কারণ মহৎতত্ত্ব এবং মহৎতত্ত্বের কারণ প্রকৃতি।

সাংখ্য দর্শন মতে, জগৎ মায়া নয়, বিবর্ত নয়, জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। সাংখ্য দর্শন জগতের তাত্ত্বিক সত্তা স্বীকার করেন বলেই অতি স্পষ্টভাবে সৃষ্টিক্রম বিশ্লেষণে তার প্রয়াস লক্ষিত হয়। সাংখ্য দর্শন সৃষ্টির ক্রমিকতা নিরূপণ করেছেন এইভাবে সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে, প্রকৃতি থেকে সর্বপ্রথমে আবির্ভূত হয় মহৎতত্ত্ব। প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হলে মহৎ তত্ত্বের উদ্ভব হয়, মহৎ নিজেকে প্রকাশ করে এবং অপর বস্তুকেও প্রকাশ করে। মহৎতত্ত্ব সকল জাগতিক বস্তুর বীজ, সেইজন্য একে বলা হয় মহৎ। এই মহৎতত্ত্ব সকল জীবের মধ্যে বর্তমান। মহৎতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় অহঙ্কারতত্ত্ব। অহংকার হচ্ছে অহং বা আমি অভিমান। কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা বোধের মধ্য দিয়ে অহংকার সূচিত হয়। এই অহংকার থেকেঅভিব্যক্ত হয় একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। পঞ্চমহাভুতের বিকার যাবতীয় জ্ঞেয় ও ভোগ্য বস্তু। আবার প্রলয়কালে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে অব্যক্তাবস্থা লাভ করে। পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহ অহংকারের মধ্যে অহংকার মহৎতত্ত্বের মধ্যে, মহৎতত্ত্ব প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়। কিন্তু প্রকৃতির কোথাও বিলয় হয় না। কারণ, তা সকল কার্যেরই অব্যক্ত অবস্থা। সুতরাং সাংখ্য মতে, প্রবীণ বা প্রকৃতি থেকে জগতের উৎপত্তি এবং প্রকৃতিতেই জগতের বিলয় বা ধ্বংস বর্ণিত হয়েছে। তাই সাংখ্য মতে, সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ হচ্ছে প্রকৃতির পরিণাম।

সাংখ্যাচার্যগণের মতে, জগতের প্রত্যেকটি জড় পদার্থ সুখ, দুঃখ ও মোহ স্বরূপ। তাঁদের মতে, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিও সুখ, দুঃখ ও মোহ-স্বরূপ। এই তিনটি গুণ হ'ল স্বত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। সাংখ্যামতে, সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতিতে এই তিনটি গুণই সমান শক্তিতে বিদ্যমান থাকে। এর এই অবস্থাকে সাম্যবস্থা বলে। এই সাম্যবস্থার বিচ্যুতি না ঘটলে সৃষ্টি আরম্ভ হয় না। সাংখ্য মতে, পুরুষের সন্নিধির জন্যই প্রকৃতির তিনগুণের সাম্যবস্থা নষ্ট হয় এবং গুণ বিক্ষোভ শুরু হয়। রজো গুণ স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাই সর্বপ্রথমে রজোগুণের বিক্ষোভ হয়। তারপর স্বত্ত্ব ও তমোগুণ দুটির বিক্ষোভ হয়। প্রত্যেক গুণ অপর দুই গুণ অপেক্ষা প্রবল হতে চেষ্টা করে। এই বিক্ষোভের ফলে পর্যায়ক্রমে তিনটি গুণের বিভিন্ন মাত্রায় সমন্বয় ঘটতে থাকে এবং বিভিন্ন জাগতিক বস্তুর অভিব্যক্তি বা পরিণাম ঘটে।

স্বত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ সমূহ প্রকৃতির স্বরূপ কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম নয়। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সদা পরিণামশীলা। এই প্রকৃতির পরিণাম দুপ্রকার — সদৃশ বা স্বরূপ পরিণাম ও বিসদৃশ বা বিরূপ পরিণাম। যে পরিণামের ফলে বস্তুটিতে কোন অবস্থার আবির্ভাব হয় না, পূর্বাবস্থারই পুনরায় আবির্ভাব হয় তাই সদৃশ বা স্বরূপ পরিণাম। অর্থাৎ সত্ত্বের সত্ত্বরূপে রজের রজোরূপে তমের তমোরূপে অবস্থানকে সদৃশ বা স্বরূপ পরিণাম বলা হয়। উৎপত্তির পূর্বে ও প্রলয়কালে প্রকৃতির সদৃশ বা স্বরূপ পরিণাম চলতে থাকে। আর যখন বিসদৃশ বা বিরূপ পরিণাম কার্যকরী হয় তখনই জগৎ সৃষ্টি আরম্ভ হয়। যখন পুরুষের ভোগাদৃষ্ট অনুসারে গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয় তখনই সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ এই বিসদৃশ বা বিরূপ পরিণাম থাকে ততক্ষণ সৃষ্টি থাকে। তবে সৃষ্ট বস্তুগুলো শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হলে বিসদৃশ বা বিরূপ পরিণামের কোন বস্তু না থাকায় প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম হয় না, কেবল স্বরূপ পরিণামই চলতে থাকে। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে সংক্ষেপে সাংখ্যাচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বলেছেন—

'মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষড়োশকস্তু বিকারো ন বিকৃতি র্ন প্রকৃতিঃ পুরুষঃ।।'[৩]

অর্থাৎ মূল প্রকৃতি অবিকৃতি। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি তত্ত্ব প্রকৃতিও বটে বিকৃতিও বটে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভুত—এই ষোলটি কেবল বিকৃতি। পুরুষ প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে। এইভাবে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক) মূল প্রকৃতি-অবিকৃতি খ) প্রকৃতি - বিকৃতি -মহৎ অহংকার গ) বিকৃতি - একাদশ ইন্দ্রিয় ও

পঞ্চমহাভূত ঘ) ন প্রকৃতি ন বিকৃতি - পুরুষ। প্রকৃতি হতে জগৎ সৃষ্টির রূপটি হ'ল প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম। আর যখন প্রকৃতিতে সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন হয় স্বরূপ পরিণাম। এই দুই পরিণাম। এই দুই পরিণাম সর্বকালে নিমিত্ত ও নিয়মিত। সুতরাং সাংখ্য সিদ্ধান্ত হল নিয়মিতভাবে পরিণত হওয়া প্রকৃতির স্বভাব।

প্রসঙ্গত যোগ দর্শনের প্রেক্ষিতে পরিণামের স্বরূপ ও তার বিভাগ বিশ্লেষণ করা অপেক্ষিত। সাধনাংশে সাংখ্য ও যোগদর্শনের মধ্যে মত বৈষম্য থাকলেও তত্ত্বাংশে উভয় দর্শনের মধ্যে মিল আছে। এজন্য তত্ত্বাংশে উভয় দর্শনকে পরস্পরের পরিপূরক বলা হয়। যোগ দর্শনে 'পরিণামের' সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে— **"অথ কোহয়ঃ পরিণামঃ? অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ"**[8] অর্থাৎ অবস্থিত বা কোনও রূপে স্থির দ্রব্যের পূর্বধর্ম নিবৃত্ত হয়ে ধর্মান্তর হলে তাকে যোগদর্শনে পরিণাম বলা হয়। যোগমতে পরিণাম তিনপ্রকার—ধর্ম পরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থা পরিণাম। চিত্তরূপ ধর্মীতে ব্যুত্থান ও নিরোধরূপ ধর্মদ্বয়ের যথাক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাবকে ধর্ম পরিণাম বলে। যেমন মৃত্তিকা হতে ঘটের উৎপত্তির সময় মৃত্তিকার পিণ্ডরূপ ধর্মের অভিভব ও ঘটরূপ ধর্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মৃত্তিকা স্থিরভাবেই অবস্থান করে, কেবল তার ধর্মের পরিবর্তন হয়। আবার যোগীরা বলেন, উৎপন্ন ধর্মের অনাগত, বর্তমান ও অতীত —এই তিনপ্রকার কালভেদ অনুযায়ী লক্ষণ পরিণাম ঘটে। এই লক্ষণ পরিণামের দ্বারাই একটি কালের বস্তুকে ভিন্ন কালের বস্তু থেকে পৃথক করা হয়। লক্ষণ পরিণামে মৃত্তিকা হতে উৎপন্ন ঘট অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করে বর্তমান লক্ষণপ্রাপ্ত হয়। এবং বর্তমান লক্ষণ ত্যাগ করে অতীত লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঘটে যখন বর্তমানের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়, ঐ সময় ঘট অতীত ও ভবিষ্যতের লক্ষণগুলি হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। অতীত ও ভবিষ্যতের লক্ষণ তাদের মধ্যে সুপ্তভাবে থাকে। ঘট ধর্ম অনাগত অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থা থেকে অতীত অবস্থায় যখন গমন করে ঐ সময় ঘট ধর্ম ঘটত্ব রূপ ধর্মত্বকে অতিক্রম করে না। যোগ ভাষ্যকার বলেছেন, লক্ষণ পরিণামের তিনটি স্তরে ঘট প্রতিক্ষণে যে আকার ধারণ করে তা হল ঘটের অবস্থা পরিণাম। যেমন, বর্তমান লক্ষণ পরিণামের নতুনত্ব, পুরাতনত্ব প্রভৃতি হল ঘটরূপ ধর্মের অবস্থাপরিণাম। এই তিন প্রকার পরিণামের মধ্যে বস্তুত একই পরিণাম আছে। ধর্মীর ধর্মের দ্বারা পরিণাম আবার ধর্মের লক্ষণের দ্বারা পরিণাম ও লক্ষণের অবস্থার দ্বারা পরিণাম ঘটে থাকে। সকল পরিণামের ক্ষেত্রে ধর্মী অপরিবর্তিত থাকে। যোগভাষ্যে ধর্মপরিণাম ও লক্ষণ পরিণামের সূক্ষ্ম ক্রম প্রদর্শিত হয়েছে। এরূপ ক্রমবিভাগ যোগীগণের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যোগভাষ্যকার দেখিয়েছেন, যোগমতে মহৎ, অহংকার প্রভৃতি বিকারের ধর্মপরিণাম, লক্ষণ পরিণাম ও অবস্থা পরিণাম নিয়তই চলছে। কারণ মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার। গুণগুলি সততই পরিণামশীল। সাংখ্যমতে পুরুষ ছাড়া অন্য সকল তত্ত্বের নিয়ত পরিবর্তন শিকার করেছেন। প্রকৃতি ও তার বিকার সমূহ ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় পরিবর্তন বা পরিণাম ছাড়া ক্ষণকালও অবস্থান করে না।

ব্রহ্ম-পরিণামবাদ: প্রাচীন সাংখ্য দর্শনে ব্রহ্ম-পরিণামবাদ অনুমোদিত হয়েছে। প্রাচীন সাংখ্যগণ বলেন, নির্বিকার, শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মই সত্য নামরূপ এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। মহাভারতের শান্তি পর্বে পঞ্চশিখকে ব্রহ্মপরিণামবাদী বলা হয়েছে। প্রাচীন সাংখ্যমতকে বেদান্তনুগ বলা হয়। মহাভারতের প্রণেতা বেদব্যাস বাদরায়ণ এরূপ সাংখ্যমতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

প্রাচীন সাংখ্যগণ জীব-জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলতেন। তাঁরা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করতেন। সম্ভবত এইরূপ প্রাচীন সাংখ্যমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভাস্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্ম পরিণামবাদ প্রবর্তন করে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন।

ব্রহ্ম পরিণামবাদে একত্ব ও নানাত্ব-উভয়ই স্বীকৃত হয়ে থাকে। ব্রহ্মদৃষ্টিতে এই জগতের একত্ব এবং জগৎ দৃষ্টিতে প্রপঞ্চের নানাত্ব। ব্রহ্ম পরিণামবাদে এই একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। পরিণামবাদে মিথ্যা বলে কোন পদার্থ নেই। নির্গুণ বলে কোন তত্ত্ব নেই। ব্রহ্ম-পরিণামবাদীগণ ঈশ্বর অভিপ্রায়েই 'ব্রহ্ম' পদের প্রয়োগ করেছেন। ভাস্করাচার্য পরিণামের স্বরূপ নির্দেশ

করতে গিয়ে বলেছেন যে,—

> "অপ্রচ্যুত স্বরূপস্য শক্তি বিক্ষেপ লক্ষণঃ।
> পরিণামো যথা তন্তনাভস্য পট তন্তুবৎ"।।

যথা প্রচ্যুত স্বরূপাণাং তন্তুণাং পটাত্মনাবস্থানং, যথাকাশাদ প্রচ্যুত স্বভাবাদ্ বায়ুরৎ পদ্যতে ইতি সোঽয়ং শক্তি বিক্ষেপোপ সংহার বাদঃ সুরিভিরাশ্রিতঃ।[৫]— অর্থাৎ অপ্রচ্যুত স্বভাব তন্তু যেরূপ বস্তু রূপে প্রকাশ পায়, তন্তুনাভ যেরূপ অপ্রচ্যুত স্বভাবে থেকেই তন্তুরূপে (মাকড়সার জাল রূপে) অবস্থান করে, কিংবা অপ্রচ্যুত স্বভাব আকাশ হতে যে রূপ বায়ুর উৎপত্তি অর্থাৎ আবির্ভাব ঘটে, সেইরূপ অপ্রচ্যুত স্বভাব পরমেশ্বর হতে বিচিত্র প্রপঞ্চের উৎপত্তি অর্থাৎ আবির্ভাব হয়ে থাকে। ঈশ্বর অনন্ত বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন। তাঁর শক্তির বিক্ষেপেই তাঁর পরিণাম অর্থাৎ শক্তি বশতঃ বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি বা আবির্ভাব হয়ে থাকে। আচার্য ভাস্করের মতে, ব্রহ্মই বেদান্তের বিষয় ও ব্রহ্মবিচারই পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা জ্ঞান জন্মালে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। ভাস্করাচার্যের মতে,

> "অতো ভিন্নাভিন্ন রূপং ব্রহ্মেতি স্থিতম্। সংগ্রহশ্লোকঃ—
> কার্য-রূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা,
> হেমাত্মনা যথাহভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্ম ভিদা"।।[৬]

অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নও বটে এবং অভিন্নও বটে সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। আর মুক্তাবস্থায় সমস্ত প্রকার বিকারের উপসংহারে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ হয়। যেমন কেয়ুর, কুন্তল প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন হলেও সুবর্ণাত্মকরূপে অভিন্ন, ব্রহ্মও সেইরূপ কার্যরূপে ভিন্ন এবং কারণ রূপে অভিন্ন। ভাস্করাচার্যের এই ভেদাভেদবাদ কার্যকারণতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য তাঁর সিদ্ধান্ত হল ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্ন স্বরূপ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, ব্রহ্ম যে চরম সত্য বস্তু একথা বেদ থেকে আপাতত জানা যায়। ব্রহ্ম বলতে আত্মা বোধিত হয়েছে। এই আত্মা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ অভ্রান্ত অপরোক্ষ অনুভব সকলের থাকে। তবুও আত্মার বিশেষ স্বরূপ নিয়ে বাদীগণের মধ্যে নানা মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞাত হয়েছে। এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীশঙ্কর ও আচার্য ভাস্কর উভয়েই সহমত পোষণ করেন। আচার্য ভাস্করের মতে ব্রহ্ম জগতের কারণ কি কারণ নয় এ অভিপ্রায়ে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপনিষদ বাক্যের বিচার শাস্ত্রের তাৎপর্য নয়। ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ — এটি জন্মাদি সূত্রের অভিপ্রেত অর্থ নয়। ব্রহ্ম জগতের কারণ তা জন্মাদি সূত্রে বিবক্ষিত হয়নি। এ সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ সূচিত হয়েছে। ভাস্করাচার্যের মতে, বেদান্তবাক্যের অর্থ বিচারের উদ্দেশ্য হ'ল জগতের মূল কারণের স্বরূপ বিচার করা এবং ব্রহ্ম কিরূপ কারণ তা উপস্থাপন করা। কাজেই ভাস্করের দর্শনে দেখানো হয়েছে যে, জগতের কারণ নিয়ে বিবাদের অবসান ঘটানোই বেদান্ত বিচারের লক্ষ্য।

আচার্য ভাস্কর কার্য ও কারণের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। মৃত্তিকা কারণ ও মৃন্ময় ঘট তার কার্য। উৎপত্তির পূর্বে ঘট মৃত্তিকারূপে অবস্থান করে। তাই ঘটটি কারণ রূপে মৃত্তিকার সঙ্গে অভিন্ন। আবার একই মৃত্তিকাপিণ্ড হতে উৎপন্ন ঘট, সরা, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য মৃত্তিকাপিণ্ড থেকে যে ভিন্ন তা লোকপ্রসিদ্ধ। কাজেই ঘট, সরা প্রভৃতি কার্য রূপে মৃত্তিকা হতে ভিন্ন। অথচ মৃত্তিকা ও ঘটের তাত্ত্বিক অভেদ "বাচারম্ভরণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকোত্যব সত্যম"।[৭] এই শ্রুতিবাক্যে বিবৃত হয়েছে। কার্য-কারণের এই ভেদাভেদ তত্ত্ব হতে পরিস্ফুট হয় যে, মৃত্তিকা ঘটাদি কার্যের উপাদান এবং ঘটাদি মৃত্তিকার পরিণাম। ভাস্করের মতে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। আর জীবজগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম স্বগুণ ও নিরাকার। ব্রহ্ম কারণ রূপে নিরাকার এবং কার্যরূপে জীব ও প্রপঞ্চ। ব্রহ্মের দুটি শক্তি ভোগ্যশক্তি ও ভোক্তৃশক্তি। ব্রহ্মের ভোগ্যশক্তি অচেতন আকাশাদি রূপে পরিণত হয়। আর ব্রহ্মের ভোক্তৃ শক্তি জীবরূপে পরিণত হয়।

ভেদাভেদবাদী ভাস্করের মতে, দৃশ্যমান এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা নয়। এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সত্য-পরিণাম। পরিণামবাদে উপাদান ও উপদেয় উভয়ই সত্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যেমন দুগ্ধরূপ উপাদান সত্য, ঠিক তেমনই তার উপাদেয় দধি ও সত্য। ঠিক সেইভাবে জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্ম সত্য এবং উপাদেয় জগৎ প্রপঞ্চও সত্য।

ব্রহ্ম পরিণামবাদী বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলেন যে, পরব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ এবং দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মেরই পরিণাম। মাটি যেমন ঘটরূপে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, পরমব্রহ্মও সেইরূপ জগৎ রূপে পরিণত। বিবর্তবাদ বিদ্বেষী ব্রহ্ম পরিণামবাদী বৈষ্ণব বেদান্তিদিগের মতে, ব্রহ্ম পরিণাম যে জগৎ তা মিথ্যা নয়, সত্য। তারা বলেন যে, — "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে"।[৮] অর্থাৎ এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে এবং অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে যে মায়াশব্দ আছে, তার দ্বারা যার শক্তিকে বোঝায় তা হল ব্রহ্মের। ব্রহ্মের ঐ শক্তি মিথ্যা নয়, সত্য। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তির পরিণাম জগৎও সত্য। ব্রহ্মের ঐ শক্তি অচিন্ত্য। পরব্রহ্ম এই অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ জগদাকারে পরিণত হলে ও তার স্বরূপের কিছুমাত্র বিচ্যুতি হয় না, নিত্য সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার বলে জগৎ রূপে পরিণত হয়ে ও পরিণামী ব্রহ্ম যেমন ঠিক তেমনই থাকে। এই রূপে ব্রহ্ম পরিণাম বাদই ব্রহ্ম সূত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

"উপসংহার দর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি"।[৯]

"দেবতা দিবদপি লোকে"।[১০]

এই সকল সূত্রও ব্রহ্ম পরিণামবাদ সমর্থন করে।

"কৃৎস্নপ্রসক্তিনিরবয়বত্ব শব্দকোপো বা"।[১১]

এই সূত্রে আলোচ্য ব্রহ্ম - পরিণামবাদের বিরুদ্ধে দোষ বা অসঙ্গতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"।[১২]

এই সূত্রে পূর্বোসূত্রোক্ত দোষ খণ্ডন করে বলা হয়েছে পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, বিবর্ত নয়।

এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করা হয়েছে।

ব্রহ্মপরিণামবাদী রামানুজ, মা ব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি সকল বৈষ্ণব বেদান্তচার্যই এই রূপে ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তিতে স্ব স্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছেন। রামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্যে, গৌড়িয় বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রী জীব গোস্বামী তাঁর "সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থে উল্লিখিত বেদান্ত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করে পরিণামবাদ যে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত, তা বিরোধী মতের অনুপপত্তি প্রদর্শন পূর্বক সমর্থন করেছেন।

রামানুজের মতে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত নয়, পরিণাম। তাই ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত হলেও তাঁর অবিচিন্ত্য শক্তি বশতঃ পরব্রহ্মের কোন বিকার ঘটে না। ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অবিকৃত থেকে এই নিখিল জগৎ রচনা করেন। তাই রামানুজের মতে,

"তস্য জগতঃ কর্তোপাদানং চেশ্বরপদার্থঃ
পুরুষোত্তমো বাসুদেবাদিপদাবেদনীয়।
তদপ্যুক্তম্ বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণ গুণ
সংযুতঃ। ভুবনানামুপাদানং কতা জীবনিয়ামকঃ"।[১৩]

অর্থাৎ ব্রহ্মের মতো জগৎও সত্য। তিনি বলেন, এই জীব জগতের সত্তা আছে। সৃষ্টির আগে জীব চিৎশক্তি রূপে ব্রহ্মেই নিহিত ছিল। মাকড়সা যেমন নিজের দেহের ভেতর থেকে তন্তু বের করে জাল তৈরি করে, ব্রহ্মও তার নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেন। তাই তিনি বলেন যে এই ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তিনি অন্তর্যামী রূপে জীবগণের নিয়ামক।

এ সম্পর্কে শ্রী জীব গোস্বামী তাঁর 'সর্বসংবাদিনী' তে চিন্তামনিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপন্যাস করেছেন। তিনি বলেছেন,—
"প্রসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ চিন্তামনিঃ

স্বয়মবিকৃত এব নানাদ্রব্যানি প্রসূত ইতি"।[১৪]

অর্থাৎ 'চিন্তামনি' নামক মনি যেমন নিজে অবিকৃত থেকে নানাবিধ দ্রব্য উৎপন্ন করে, পরব্রহ্মও ঠিক সেইভাবে স্বয়ং অবিকৃত থেকে বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। চিন্তামণির এই দৃষ্টান্তটি বৈষ্ণবরহস্য চিৎ শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' আলোচিত পরিণামবাদের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা বলেছেন তা হ'ল—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রী ভগবান
স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম।
তথাদি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী
প্রকৃত মনি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি।
নানা রত্ন রাশি হয় চিন্তামনি থৈতে
তথাপিহ মনি রহে স্বরূপ অবিকৃতে।
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়।"[১৫]

ভাস্করাচার্য ব্রহ্মের পরিণামবাদ সমর্থন করেই ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য রচনা করেছেন। আচার্য উদয়ন তার "ন্যায়কুসুমাঞ্জলির" দ্বিতীয় স্তবকে বলেছেন 'ব্রহ্ম পরিণতোরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে।'[১৬]

অদ্বৈত বেদান্তীরা সাংখ্যের পরিণামবাদ খণ্ডন করেছেন। অদ্বৈত বেদান্তীরা সাংখ্যের পরিণামবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, "সর্বজ্ঞস্যেশ্বরস্যাত্মভুতে ইবাবিদ্যাকল্পিত নামরূপে তত্ত্বান্যতাভ্যামণির্বচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চবীজ ভূতে সর্বজ্ঞসেশ্বরস্য মায়া শক্তির প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যেরভিলপ্যেত, তাভ্যামনঃ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ"[১৭]। অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত নাম - রূপ যা সত্যের বা অসত্যের দ্বারা নির্বচনীয় নয়, — তা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মভূত। এবং তা জগৎ প্রপঞ্চের বীজস্বরূপ সেই কল্পিত অথচ ঈশ্বর আশ্রিত অর্নিবাচ্য মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মায়া, শক্তি ও প্রকৃতি নামে উল্লিখিত হয়েছে। আর ঈশ্বর সেই দুই পদার্থ হতে ভিন্ন। 'আকাশো বৈ নামরূপয়োনির্বহিত, তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম'[১৮] 'নামরূপে ব্যাকরবানি',[১৯] 'একং বীজং বহুধা যঃ করোতি'[২০] ইত্যাদি উক্ত বিষয়ে শ্রুতিতে বলা হয়েছে। ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হতে ভিন্ন নয়, সেইরূপ ভোক্তৃ ভোগ্য প্রপঞ্চও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত। পরমার্থ দর্শনে অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন অন্য কিছুই নাই। এই বিষয়ে শ্রুতি বলেছেন, মৃত্তিকা জানলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তু জানা যায়। এক্ষেত্রে মৃত্তিকাই সত্য, বাক্য সৃষ্ট বিকার সকল নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। মৃত্তিকাই ঘটশরাবাদির পারমার্থিক রূপ।[২১] শ্রুতি আরো বলেছেন, 'এই সকল ব্রহ্মাত্মক, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি'[২২] 'আত্মাই এই সমুদয়',[২৩] 'এই সবকিছুই ব্রহ্ম'[২৪]। এই আত্মার কোনরূপ নানাত্ব বা ভেদ নাই।[২৫] সুতরাং ব্রহ্মই সকল পদার্থের আত্মস্বরূপ। ব্রহ্মই জগতের উৎপত্তির কারণ। ব্রহ্মই জগতের নিয়ন্তা এবং তিনিই স্থিতি - কারণ যেরূপ মায়াবী মায়ার স্থিতি কারণ। তাই অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা বলেন, জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা পরতন্ত্রা মায়ার পরিণাম এবং মিথ্যা। মিথ্যা বা অনির্বচনীয় কার্য একটি সত্য অধিষ্ঠানকে অপেক্ষা করে স্বীকার করা হয়েছে। এই অধিষ্ঠান ভূত সত্য বস্তুটি হচ্ছে পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়ে পরব্রহ্মের সত্তায় সদ্রূপে প্রতীত হচ্ছে এই নিখিল জগৎ। তাই বলা যায়, এই জগদাকার পরব্রহ্মই নিত্য। ত্রিগুণময়ী বিশ্বজনীন মায়া নিত্য নয়, এই মায়া অনাদি, অনিত্য এবং অনির্বাচ্য। শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই অপরিণামী উপাদান পরব্রহ্মের দ্বারাই জগৎ সত্তা অনুপ্রাণিত হয়ে সত্য ও স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়। সুতরাং অদ্বৈত মতে, উপাদান কারণ হল দুটি, একটি পরিণামী উপাদান(মায়া) এবং অন্যটি হল

অপরিণামী উপাদান (ব্রহ্ম)। তাই অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেন, বিশ্বপ্রপঞ্চ হ'ল মায়ার পরিণাম এবং ব্রহ্মের বিবর্ত। তাই তারা পরিণাম বাদ স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে ভগবতী শ্রুতি বলে, — "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্য ভিসংবিশন্তি তদদ্বিজাজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম"[২৬] এবং মহর্ষি বাদরায়ণ বলেন "জন্মাদস্য জতঃ।"[২৭] এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যে কারণ দ্বারা হয় সেই কারণ হ'ল ব্রহ্ম। অদ্বৈত বেদান্তী আরো বলেন, ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করলে ব্রহ্মের অনিত্যত্ব আপত্তি হয়। দুগ্ধ সর্বাত্মকভাবে দধিরূপে পরিণতি ঘটে, আংশিকভাবে নয়। সুতরাং ব্রহ্মের সর্বাংশে পরিণামের প্রসঙ্গ হয়। এরফলে ব্রহ্ম অনিত্য হয়ে পড়বে। কিন্তু দেখা যায় শ্রুতি বাক্যে ব্রহ্মকে নিত্য ও বিভু বলা হয়েছে। ফলে নিত্যত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে। ব্রহ্মের বিকার মানলে তা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়ায় সকল প্রাণীর মোক্ষ লাভের প্রসঙ্গ হয়। আর সে ক্ষেত্রে শাস্ত্রোক্ত উপদেশের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এর উত্তরে ভাস্কর বলেন, "ন হি সর্বাত্মনা দৃষ্টান্ত সাধর্ম্যাং কিঞ্চিদুপপদ্যাতে"।[২৭] অর্থাৎ দৃষ্টান্ত ও দ্রাষ্টান্তিকের মধ্যে সর্বপ্রকারে সাধর্ম্য থাকে না। যেমন, দধি দুগ্ধের পরিণত অবস্থা, এছাড়া নখ, দন্ত প্রভৃতি অন্নের পরিণত অবস্থা। সুতরাং ভাববস্তু গুলিরই পরিণাম প্রাকৃতজনেরা নিরূপণ করতে পারে না, আর জগৎ কারণ শাস্ত্রৈকবেদ্য সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান চেতন ব্রহ্মের পরিণাম নিরূপণ করা তো দূরের কথা। তাই ভাস্কর বলেন,—"স হি স্বেচ্ছয়া স্বাত্মানং লোকহিতার্থং পরিণাময়ণ্ স্বসঙ্কল্পানুসারেণ পরিণাময়তি"।[২৮] অর্থাৎ পরমাত্মা স্বেচ্ছায় লোকহিতের জন্য নিজেকে নানাভাবে পরিণামিত করে থাকেন। বেদান্তদর্শন সাংখ্যের পরিণামবাদ খণ্ডন করলেও তারা এই পরিণামবাদকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেনি। বেদান্ত দর্শনে পরিণামবাদ বিবর্তবাদে উপনীত হওয়ার সোপান স্বরূপ। কারণ বেদান্ত দর্শন মতে, পরিণামজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়-স্বরূপ। মানুষ প্রাসাদে আরোহণ করবার জন্য সোপান শ্রেণী অবলম্বন করে এবং প্রথমে নিম্নতম সোপানে পদক্ষেপ করে ক্রমশঃ উচ্চস্তরে উঠতে থাকে। বেদান্ত দর্শনেও সেইরূপ প্রথমে ব্রহ্মের জগৎ আকারে পরিণতি রূপ পরিণামবাদ কীর্তন করে পরে ব্রহ্ম সত্য এবং দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ- মায়াশক্তির প্রতিভাস রূপ বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, — ঈশ্বরকৃষ্ণ ও তাঁর অনুগামী সাংখ্যাচার্যগণ ও পাতঞ্জল প্রকৃতি-পরিণামবাদী। তাঁদের মতে, সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টির মহাশক্তি। ঐ ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি ক্রমে গুণময় জগৎ প্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়ে থাকে এবং পরিণামে প্রকৃতিতেই অব্যক্তরূপে এই জগৎ প্রপঞ্চ বিলীন হয়। জগতের মূল উপাদান প্রকৃতি হতে সৃষ্ট জগৎ মূল প্রকৃতি হতে ভিন্ন নয়, অভিন্ন। আবার ভিন্ন স্বভাবেরও নয়, তুল্য স্বভাব, এবং ত্রিগুণাত্মক। এইভাবে নব্য সাংখ্য এবং পাতঞ্জল প্রকৃতি পরিণাম জগতের স্বরূপ ও স্বভাব ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে প্রাচীন সাংখ্য, ভাষ্যকার ভাস্করভট্ট, নিম্বার্ক, রামানুজ এবং বৈষ্ণব বেদান্ত সম্প্রদায় ব্রহ্ম-পরিণামবাদী। ভাস্করাচার্য তাঁর 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্য' অবলম্বনে বলেছেন, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মের পরিণাম স্বভাবতা আছে। সুতরাং পরিণামস্বাভাব্যহেতু, সর্বজ্ঞতাহেতু ও সর্বশক্তিত্বহেতুর জন্য ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় নিজেকে জগদাদি রূপে পরিণত করে থাকেন। প্রকৃতি-পরিণামবাদীদের মতে, জীব ও জগৎ সত্য। ব্রহ্ম-পরিণামবাদীদের মতে, জীব ও জগৎ সত্য। কাজেই পরিণামবাদীগণের মতে, সকল বস্তু সত্য; মিথ্যা বলে কোন পদার্থ নেই। তবে প্রকৃতি-পরিণাম বাদীদের মতে, প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ; কিন্তু ব্রহ্ম-পরিণামবাদীদের মতে, ব্রহ্মজগতের উপাদান কারণ। প্রকৃতি পরিণামবাদে, প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্ম পরিণামবাদীরা প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপই তার পরিণাম। তবে প্রকৃতি পরিণামবাদী ও ব্রহ্ম পরিণামবাদী উভয়ই সৎকার্যবাদ সমর্থন করেন। এবং এই সৎকার্যবাদের দ্বারাই প্রকৃতি পরিণামবাদ ও ব্রহ্মপরিণামবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্বৈতবেদান্তীরাও সৎকার্যবাদ সমর্থন করেন। তবুও তারা পরিণামবাদ খণ্ডন করেছেন। পরিণামবাদ খণ্ডন করলেও বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠার সোপান রূপে পরিণামবাদকে স্বীকার করেছেন।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. *সাংখ্য কারিকা,* কারিকা ৩, যুক্তি দীপিকা, পৃষ্ঠা ২৫/১২
২. বাচস্পতি। *সাংখ্য কারিকা* - ৯
৩. *সাংখ্য কারিকা,* কারিকা-৩; পৃ.১৯
৪. *যোগসূত্র,* ৩/১৩, ব্যাসভাষ্য, পৃঃ ১২-২৯
৫. *ভাস্কর ভ্যাষ্যম্* (ব্র.সূ ২/১/১৪; পৃঃ ৯৬)
৬. *ভাস্কর ভাষ্যম্* (ব্র.সূ. ১/১/৪, পৃঃ ১৮)
৭. *ছান্দোগ্য উপনিষদ্,* ৬/১/১
৮. *বৃহদারণ্যক,* ২/৫/১৯
৯. *ব্রহ্মসূত্র,* ২/১/১৪
১০. *ব্রহ্মসূত্র,* ২/১/১৫
১১. *ব্রহ্মসূত্র,* ২/১/২৬
১২. ব্রহ্মসূত্র, ২/১/২৭
১৩. *সর্বদর্শন সংগ্রহ,* রামানুজ দর্শন, পৃঃ ১১৫
১৪. শ্রী জীবগোস্বামিকৃত *সর্বসংবাদিনী*
১৫. *চৈতন্যচরিতামৃত,* আদি লীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ
১৬. উদয়নকৃত *ন্যায় কুসুমাঞ্জলি,* ২য় স্তবক, ৩য় শ্লোক
১৭. *শাঙ্কর ভাষ্যম্, ব্রহ্মসূত্র* ২/১/১৪, পৃঃ ৪৬২
১৮. *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৮/১৪/১
১৯. *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৫/৩/২
২০. *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৬/১২
২১. *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ১/১/১
২২. *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৬/৮/৭
২৩. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ,* ২/৪/৬
২৪. *মুণ্ডক উপনিষদ,* ২/২/১১
২৫. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ,* ৪/৪/১৯
২৬. *শাঙ্করভাষ্যম্, ব্রহ্মসূত্রম্,* ২/১/১৪, পৃ. ৪৬২।
২৭. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্,* ২/১/৪১
২৮. ভাস্করভাষ্য, পৃ. ৯০
২৯. *ভাস্করভাষ্য,* (ব্রহ্মসূত্র-২/১/১৪), পৃঃ ৯৭।

গ্রন্থপঞ্জী

১. *ঋগ্বেদসংহিতা* (বঙ্গানুবাদ) - রমেশচন্দ্র দত্ত, সুলভ সংস্করণ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, জ্ঞানভারতী প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-১৪ জুন, ১৯৬৩।

২. ঐতরিয়োপনিষদ্, ছান্দোগোপনিষদ্, *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্,* তৃতীয় সংস্করণ, মহামহোপাধ্যায় (শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্যসমেত) - শ্রী যুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড।

৩. *উপনিষৎ ভাষ্য* - এস, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী (সম্পাদক), প্রথম খণ্ড, মহেশ অনুসন্ধান

৪. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* - আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি কৃত টীকা, দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), কলিকাতা ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।

৫. *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য,* বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ নং ৭০, ১৮৫, ২০৯, বিদ্যাবিলাস প্রেস, বেনারস, ১৯১৫

৬. *মহাভারত,* তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ

৭. *ব্যাসভাষ্য,* ব্যাসদেব, নারায়ণ মিশ্র সম্পাদিত, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, বারাণসী, ১৯৭১

৮. *সাংখ্যদর্শন,* ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-৪৬, কলি- ১৯৬৬

৯. *সাংখ্যকারিকা,* ঈশ্বরকৃষ্ণ, স্বাম্যাত্মস্বরূপোদাসীন কর্তৃক প্রকাশিত, শক-১৮৫২, সং বৎ - ১৯৮৭, গয়া

১০. বাচস্পতি মিশ্র কৃত *সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী,* তারানাথ কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা- ১৯৮৭

১১. *সাংখ্য দর্শন বিবরণ,* বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগষ্ট-১৯৮৪

১২. *যুক্তিদীপিকা,* যদুনাথ ত্রিপাঠী শাস্ত্রী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

১৩. *সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী,* নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী(সম্পাদিত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. *সাংখ্যসারিকা,* পূর্ণচন্দ্র, বেদান্তচুঞ্চু (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা-১৯৮৩

১৫. *যোগদর্শন,* পতঞ্জলি, নারায়ণমিশ্র সম্পাদিত, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, বারাণসী, ১৯৭১

১৬. *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য,* ভাস্কর, বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ নং ৭০,১৮৫,২০৯, বিদ্যাবিলাস প্রেস, বেনারস, ১৯১৫

১৭. *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি,* দুর্গাধর ঝা সম্পাদিত, গঙ্গানাত ঝা গ্রন্থমালা (৬), বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৭৩; পদ্মপ্রসাদ উপাধ্যায় ও ঢুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা নং - ৩০, বিদ্যাবিলাস প্রেস, বারাণসী, ১৯৫৭